দৈনিক ইত্তেফাক
প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া

তারিখঃ ১৭-০৫-২০২৫ (পৃঃ ০৭)

বাগেরহাটে তীব্র লবণাক্ত জমিতে বোরো আবাদে সাফল্য

রেকর্ড পরিমাণ ধান উৎপাদন

*বাগেরহাট জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত উপপরিচালক (শস্য) কৃষিবিদ **রমেশ চন্দ্র ঘোষ** বলেন, 'আমরা সবাই মিলে সফল হয়েছি। আশা করা যায়, আগামী মৌসুমে অনাবাদি পড়ে থাকা চিংড়ি ঘেরের সব জমিতে বোরো চাষ হবে'*

■ **নীহার রঞ্জন সাহা, বাগেরহাট প্রতিনিধি**

বঙ্গোপসাগর উপকূলবর্তী বাগেরহাট জেলার ছয় উপজেলায় চিংড়ি চাষের তীব্র লবণাক্ত জমিতে এবার বোরো আবাদ করে বাম্পার ফলন পেয়েছেন কৃষক। বাংলাদেশ ধান গবেষণা কেন্দ্র (ব্রি) উদ্ভাবিত লবণাক্তসহিষ্ণু জাতের বোরো ধান চাষ করে বিগত বছরগুলোতে কাঙ্ক্ষিত ফসল না পেয়ে এবার কৃষকরা হাইব্রিড ও উফশী জাতের বোরো ধানের আবাদ করে বাজিমাত করে দিয়েছেন। জেলার সমুদ্র উপকূলবর্তী রামপাল, শরণখোলা, মোরেলগঞ্জ, বাগেরহাট সদর, কচুয়া ও মোংলা উপজেলার চিংড়ি ঘেরের তীব্র লবণাক্ত ৩৬ হাজার ৭২৬ হেক্টর জমিতে বোরো ধানের বাম্পার ফলন হয়েছে।

কৃষি বিভাগ বলছে, এই ছয় উপজেলার কৃষক চলতি বোরো মৌসুমে সব হিসাব পালটে দিয়ে ২ লাখ ২৯ হাজার ৭৪৯ মেট্রিক টন ধান উৎপাদন করে রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। তীব্র লবণাক্ত ও ফসলি জমিতে চিংড়ি চাষের কারণে খাদ্য উৎপাদন ঘাটতির এই এলাকায় শুধু বোরো আবাদেই এখন খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছে।

কৃষি বিভাগ জানায়, বিগত বছরগুলোতে বাংলাদেশ ধান গবেষণা কেন্দ্র (ব্রি) উদ্ভাবিত লবণাক্তসহিষ্ণু ব্রি ১০, ব্রি ৬৭, ব্রি ৯৭, ও ব্রি ৯৯ জাতের বোরো ধান আবাদ করে কাঙ্ক্ষিত ফসল না পেয়ে কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হন। তবে হাল ছেড়ে না দিয়ে এ মৌসুমে কৃষি বিভাগের পরামর্শে মাটির গুণাগুণ বুঝে হাইব্রিড ৫ ও ৮ এবং উফশী জাতের ব্রি ১০৩, ব্রি ১০৭ ও ব্রি ১০৮ বোরো ধানের আবাদ করায় পরিস্থিতি পালটে গেছে। শতকে ধানের উৎপাদন প্রায় এক মণ। চিংড়ি চাষের লবণাক্ত জমিতে বোরো ধানের বাম্পার ফলন হওয়ায় এসব উপজেলার কৃষকদের মুখে হাসি ফুটেছে।

চিংড়ি ঘেরের মধ্যে রামপাল উপজেলায় ৪ হাজার ৮২০ হেক্টর জমিতে ৩৪ হাজার ১২৫ মেট্রিক টন, শরণখোলায় ৪ হাজার ২৫০ হেক্টর জমিতে ৩০ হাজার ৯০ মেট্রিক টন, মোরেলগঞ্জে ৯ হাজার ১৫ হেক্টর জমিতে ৬৩ হাজার ৮২৬ মেট্রিক টন, বাগেরহাট সদরে ১০ হাজার ৮৫০ হেক্টর জমিতে ৭৬ হাজার ৩৩০ মেট্রিক টন, কচুয়ায় ৭ হাজার ৭৩৯ হেক্টর জমিতে ৫২ হাজার ১০ মেট্রিক টন ও মোংলায় ৫২ হেক্টর জমিতে ৩৬৮ মেট্রিক টন ধান উৎপাদন হয়েছে।

রামপালে হুড়কার এলাকার কৃষক জবেদ আলী, শরণখোলার চাল রায়েন্দার আবুল হাসেম চাপরাশি, মোংলার চিলার রনজিৎ বিশ্বাস, কচুয়ার সোনাকুড়ের সালাম বেপারী, মোরেলগঞ্জের হেড়মার কবির হোসেন খান ও বাগেরহাট সদরের বেমরতা গ্রামের কৃষক আক্রাম শিকদার বলেন, 'আমাদের চিংড়ি ঘেরের পানিতে ২০ পিপিটির কাছাকাছি লবণাক্ত থাকে। সে কারণে চিংড়ি ঘেরের জমিতে ধান হয় না। তবে, বিগত বছরগুলোতে কৃষি বিভাগের পরামর্শে চিংড়ি চাষের পাশাপাশি বোরো মৌসুমে ধানা গবেষণা কেন্দ্র (ব্রি) উদ্ভাবিত লবণাক্তসহিষ্ণু ব্রি ১০, ব্রি ৬৭, ব্রি ৯৭, ও ব্রি ৯৯ জাতের আবাদ করে ফসল পাইনি। এসব লবণসহিষ্ণু জাতের ধান ১৫ পিপিটি লবণাক্ততায়ও টিকে থাকতে পারে না। এই অবস্থায় আমাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা ও কৃষি বিভাগের পরামর্শে চলতি বোরো মৌসুমে চিংড়ি ঘেরের জমিতে হাইব্রিড ও উফশী জাতের ধানের আবাদ করে বাম্পার ফলন পেয়েছি। এ বছর চিংড়ি ঘেরের জমিতে হাইব্রিড ও উফশী জাতের বোরো ধানের বাম্পার ফলন হওয়ায় আগামী বোরো মৌসুমে চিংড়ি ঘেরের জমি আরা পতিত পড়ে থাকবে না।'

বাগেরহাট জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত উপপরিচালক (শস্য) কৃষিবিদ রমেশ চন্দ্র ঘোষ বলেন, 'আমরা চেষ্টা করছি বোরো ধান আবাদে বিপ্লব ঘটাতে। কৃষকদের উদ্বুদ্ধকরণের পাশাপাশি তাদের প্রণোদনা, কৃষিতে যান্ত্রিকীকরণ, সার সরবরাহ, যথাসময়ে সেচ,রোগবালাই দমন, পর্যপ্ত বৃষ্টি হওয়াসহ সর্বোপরি খেতের মাটির গুণাগুণ পরীক্ষা করে সঠিক বীজ নির্বাচন করায় এবার চিংড়ি চাষের তীব্র লবণাক্ত জমিতে কৃষকরা বোরো উৎপাদনে বিপ্লব ঘটেছে। আমরা সবাই মিলে সফল হয়েছি। এখনো এসব উপজেলায় চিংড়ি ঘেরের মধ্যে শত শত হেক্টর জমি পতিত রয়েছে। আশা করা যায়, আগামী মৌসুমে অনাবাদি পড়ে থাকা চিংড়ি ঘেরের সব জমিতে বোরো চাষ হবে।'

যুগান্তর
THE DAILY JUGANTOR

তারিখঃ ১৬-০৫-২০২৫ (পৃঃ ০১)

কৃষিই সমৃদ্ধি

Keep Your Environment Clean & Green

Bangladesh Rice Research Institute (BRRI)
Gazipur-1701

Memo No: 12..22.0000.000.034.99.0001.211 Date: 14.05.2025

e-GP: Tender Notice (OTM)

e-Tenders are invited in the e-GP system Portal (http://www.eprocure.gov.bd) for the procurement of the following goods. Details are given below:

Serial No	Invitation Reference No.	Tender ID No.	Description of Procurement	Type Method	Publishing (Date & Time)	Tender Closing date & Time
1.	IRN-12.22.0000.000.034.99.0001.211	**1111208**	Procurement for Refilling and Installation of Fire Extinguisher	OTM	14-May-2025 15:00	28-May-2025 15:00

The interested persons/firms may visit the website www.eprocure.gov.bd to get the details of the tender. This is an online tender, where only e-Tender will be accepted in the national e-GP portal and no offline/hard copy will be accepted. To submit e-Tender, registration in the National e-GP system portal is required. Further information and guidelines are available in the National e-GP system portal and e-GP Help Desk (helpdesk@eprocure.gov.bd).

Aminur 14.05.2025

(MuhammadAminur Rashid)
Assistant Director (Procurement)
On behalf of Director General

ডিজি-১২০৫/২৫ (৪"×৪)